গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ অধিশাখা
www.lgd.gov.bd

নং- ৪৬.০৪২.০১৪.৫২.০১.০৫৬.২০১৪(১).২৯৪

তারিখঃ ১৩ মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২৬ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ জেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পের বিধি ভেঙ্গে সংসদীয় প্যাডে ডিও লেটার দিয়ে জেলা পরিষদের কোষাগারে টাকা ব্যয় করে বরিশালের বাকেরগঞ্জে রতনা আমিন মহিলা কলেজে নিজের ভাস্কর্য নির্মাণের অভিযোগ।

দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে প্রাপ্ত ১০/১০/২০১৬ তারিখের দুদক/অভিঃ যাচাই-বাছাই/৪৬৭-২০১৬/৪১৩৭৫ নং পত্রের ছায়ালিপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। এমতাবস্থায়, বরিশালের বাকেরগঞ্জে রতনা আমিন, মাননীয় সংসদ সদস্য, বরিশাল-৬ এর নামে প্রতিষ্ঠিত মহিলা কলেজে জেলা পরিষদের টাকায় নিজের ভাস্কর্য নির্মাণের বিষয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন করে আগামী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৬/১/২০১৭
(জুবাইদা নাসরীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫৬৮
Email-lgzp@lgd.gov.bd

পরিচালক
স্থানীয় সরকার
বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।

অনুলিপি ঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, বরিশাল।
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, বরিশাল।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।

দুর্নীতি দমন কমিশন

ঢাকা, বাংলাদেশ

"সবাই মিলে গড়ব দেশ,
দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ"

স্থানীয় সরকার বিভাগ
গ্রহন ও প্রেরণ শাখা
16 OCT 2016
ডায়েরী নং ১৩২০

সচিব মহোদয়ের নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্ম-সচিব
১) প্রশাসন
২) উন্নয়ন
৩) নগর উন্নয়ন
৪) পাস
৫) আইন
নম্বর.....
তারিখঃ.....
স্বাক্ষর

স্মারক নং-দুদক/অভি: যাচাই-বাছাই/৪৬৭-২০১৬/ ৪১৬৭৫ তারিখ :

বিষয় : জেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পের বিধি ভেঙ্গে সংসদীয় প্যাডে ডিও লেটার দিয়ে জেলা পরিষদের কোষাগারে টাকা ব্যয় করে বরিশালের বাকেরগঞ্জে রতনা আমিন মহিলা কলেজে নিজের ভাস্কর্য নির্মাণের অভিযোগ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ৩১ আগষ্ট, ২০১৬ খ্রি: তারিখ **"দৈনিক কালের কণ্ঠ"** পত্রিকায় জনাব রতনা আমিন, মাননীয় সংসদ দস্য, বরিশাল-৬ এর বিরুদ্ধে "জনগণের টাকায় নিজের ভাস্কর্য গড়ছেন এমপি" শিরোনামে প্রকাশিত (পিসি নং-০৭, তারিখ ০৭/৯/২০১৬) পত্রিকার ক্লিপিংটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবর প্রেরণের জন্য কমিশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বব্যাখ্যাত অভিযোগের ছায়ালিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : পেপার ক্লিপিং এর ছায়ালিপি ০১ পাতা।

(আবু মোঃ মোস্তফা কামাল)
সচিব

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ক্রমিক নং........তারিখ........
প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত হলো
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
যুগ্ম-সচিব (উপজেলা)
যুগ্ম-সচিব (অডিট)
যুগ্ম-সচিব (
উপ. সচিব (
সিঃ সঃ সচিব (
পার্সোনাল অফিসার
অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

যুগ্ম-সচিব (প্রঃ) এর দপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্মারক নং ৮৮৬
তারিখঃ ১৬/১০/১৬
স্বাক্ষর
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
শাখা : প্রশাসন-১/২/ জেপ

জেলা পরিষদ অধিশাখা
ডাইরী নং ....
তারিখ ....
উপ-সচিব

Forwarding (PAD)

জনসংযোগ/পিআরও
পেপার ক্লিপিং
দুর্নীতি দমন কমিশন
ক্রমিক নং........২৫৯
তারিখ........০২/৮/১৬

পেপার ক্লিপিং

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

পত্রিকার নাম : কালের কণ্ঠ	পৃষ্ঠা নং : ১/৮	বার : বুধবার	তারিখ: ০২/৮/১৬

আলোচনা করুন
আইনানুগ ব্যবস্থা নিন
অনুসন্ধান করা যেতে পারে
নথিতে পেশ করুন
বিলম্ব কেন? / দ্রুত ব্যবস্থা নিন
কমিশনার (অনুসন্ধান)
কমিশনার (তদন্ত)
মহাপরিচালক (প্রশাসন)
মহাপরিচালক (তদন্ত)/(বিশেষ তদন্ত)/(লিগ্যাল)
মহাপরিচালক (অনিষ্পন্ন)/(প্রতিরোধ)
পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন)
একান্ত সচিব/পিআরও
বাছাই কমিটি
ক্রমিক নং
তারিখ

‘জনগণের টাকায়’ নিজের ভাস্কর্য গড়ছেন এমপি

রফিকুল ইসলাম, বরিশাল ▷

বরিশাল জেলা পরিষদ কোষাগারের টাকা ব্যয় করে নিজের ভাস্কর্য নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন বরিশাল-৬ আসনের সংসদ সদস্য রতনা আমিন। অভিযোগ রয়েছে, জেলা পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পের বিধি ভেঙে সংসদীয় প্যাডে ডিও লেটার দিয়ে নিজের ভাস্কর্য নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

রতনা আমিন

এরই মধ্যে ভাস্কর্য নির্মাণে দরপত্র আহ্বান

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

আলোচনা করুন/নথিতে উপস্থাপন করুন
আইনানুগ ব্যবস্থা নিন
অনুসন্ধান করা যেতে পারে
বিলম্ব কেন/ দ্রুত ব্যবস্থা নিন
চেয়ারম্যান
কমিশনার (অনুসন্ধান)/(তদন্ত)
সচিব
মহাপরিচালক (প্রশাসন)
মহাপরিচালক (তদন্ত)/(বিঃতদন্ত)/(লিগ্যাল)
মহাপরিচালক (অনিস্পন্ন)/প্রতিরোধ
পরিচালক (পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন)
একান্ত সচিব/পিআরও/বাছাই-বাছাই কমিটি
ক্রমিক নং
তারিখ :

‘জনগণের টাকায়’

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছে জেলা পরিষদ। নির্বাচন করা হয়েছে ঠিকাদার। কাজ শুরুর জন্য দেওয়া হয়েছে আদেশ। বরিশালের বাকেরগঞ্জে সংসদ সদস্য রতনা আমিনের নামে একটি মহিলা কলেজ রয়েছে। সেখানে নির্মাণ করা হচ্ছে এই ভাস্কর্য। রতনা আমিনের নামে দুটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতিষ্ঠান দুটি উন্নয়নে আগে থেকে যে বরাদ্দ ছিল এর বড় অংশই ব্যয় হচ্ছে ভাস্কর্য নির্মাণে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, খাজনাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত টাকা জেলা পরিষদের কোষাগারে জমা হয়। সেই টাকা জনগণের কল্যাণে ব্যয় হয়। এ জন্য জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যরা প্রকল্পের চাহিদাপত্র (ডিও) দেন। এই টাকা দিয়ে সাধারণত রাস্তা-বাজার সংস্কার, গভীর নলকূপ স্থাপন, ধর্মীয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সংসদ সদস্য রতনা আমিন ‘জনগণের টাকায়’ নিজের ভাস্কর্য নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে রতনা আমিন মহিলা কলেজের শিক্ষকরা জানান, কলেজ ক্যাম্পাসে ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঠিকাদার এসে দেখে গেছেন। তবে ঠিকাদার শিক্ষকদের সঙ্গে কখনোই আলোচনা করেন না। আলোচনা হয় সংসদ সদস্যের সঙ্গে। তাই ভাস্কর্য আর রাস্তা সংস্কারে কত টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে সেটিও তাঁরা জানেন না। তবে আয়োজন দেখে ধারণা করছেন ভাস্কর্যের পেছনে অনেক অর্থ ব্যয় হবে। আর রাস্তা সংস্কার বলতে খানাখন্দে মাটি ফেলা ছাড়া তেমন কোনো আয়োজন আপাতত দেখা যাচ্ছে না।

রতনা আমিন বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য। জাতীয় পার্টির (এরশাদ) কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি তিনি। বাকেরগঞ্জে তাঁর নামে নির্মিত ‘রতনা আমিন মহিলা কলেজ’ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি তিনি। কলেজ লাগোয়া সংসদ সদস্যের বাগানবাড়ি। সেই বাড়ির পাশেই তাঁর নামে রয়েছে ‘রতনা আমিন সমিতি’। সমিতির অফিসে সবসময় বাগানবাড়ির কর্মচারী বলে স্থানীয়রা নিশ্চিত করেছে।

বরিশাল জেলা পরিষদের সহকারী প্রকৌশলী মো. লোকমান আলী। তিনি সম্প্রতি বদলি হয়েছেন। লোকমান আলী জানান, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের শেষ ভাগে নিজস্ব আর এডিপির অর্থের মাধ্যমে ১৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। চলতি বছরের ৮ মে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নম্বর-৫-এর মাধ্যমে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান করা হয়। দরপত্রে বাকেরগঞ্জ উপজেলার পাঁচটি প্রকল্প ছিল, যার প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় অর্ধকোটি টাকা ধরা হয়েছিল। ওই প্রকল্পগুলোর মধ্যে রতনা আমিন মহিলা কলেজের রাস্তা সংস্কার, ওই কলেজের প্রতিষ্ঠাতার ভাস্কর্য নির্মাণ এবং রতনা আমিন সমিতির কালভার্ট, ফার্নিচার ও রাস্তা সংস্কার ছিল। প্রকল্পগুলো গুচ্ছ আকারে থাকায় পৃথক করে বরাদ্দের বিষয়টি দরপত্রে উল্লেখ নেই।

প্রকল্প গ্রহণের ব্যাপারে এই সহকারী প্রকৌশলী আরো বলেন, সাধারণত সংসদ সদস্যরাই প্রকল্প তাঁদের প্যাডে প্রশাসকের কাছে পাঠান। সেখান থেকে বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হয়। অনেক সময় সংসদ সদস্যরা বেশি প্রকল্প দিয়ে মুঠোফোনে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বিষয়টি অবহিত করেন। সংসদ সদস্য রতনা আমিন তাঁর সংসদীয় প্যাডে আধাসরকারি পত্র (ডিও লেটার) দিয়ে তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত কলেজের প্রতিষ্ঠাতার ভাস্কর্য নির্মাণের প্রকল্প দিয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে জানতে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় সংসদ সদস্য রতনা আমিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী পরিচয় দিয়ে নয়ন হাওলাদার নামের এক ব্যক্তি কালের কণ্ঠকে বলেন, সংসদ সদস্য ওই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এখনো কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। অধাসরকারি পত্রের (ডিও) মাধ্যমে বেশ কয়েকটি প্রকল্প তিনি জেলা পরিষদে দিয়েছিলেন। তাতে রতনা আমিন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিজের ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য পাঠানো প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পথে।

সংসদ সদস্যের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে নয়ন আরো বলেন, ‘সাংসদের বাবা অসুস্থ তাই তিনি ব্যস্ত আছেন।’

এ ব্যাপারে জেলা পরিষদের প্রশাসক খান আলতাফ হোসেন ভুলু মুঠোফোনে কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘জনগণের টাকায় কোনো ব্যক্তির ভাস্কর্য হতে পারে না। জেলা পরিষদের টাকায় এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ঘটনা এই প্রথম। যেহেতু আমি দায়িত্ব নেওয়ার আগেই প্রকল্পটির দরপত্র থেকে শুরু করে কার্যাদেশ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে; তবু জনগণের টাকা যাতে জনগণের কল্যাণে ব্যয় হয় সে জন্য প্রকল্পটি বাতিলের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

প্রতিষ্ঠাতার নাম বাদ দিয়ে নিজের নামে কলেজ : ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসন থেকে অধ্যক্ষ ইউনুস খান নির্বাচিত হন। ওই সময় তিনি বিএনপি সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পান। বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের পাশে বাকেরগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের কাছে ১৯৯৩ সালে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজের নাম দেন ‘ইউনুস খান মহিলা কলেজ’। পরে তাঁর মৃত্যু হলে কলেজের জমি নিয়ে মামলা হয়। পরে কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ২০০১ সালের শুরুতেই তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কলেজটি চালু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মহিলা কলেজ নামে কলেজটি ২০১০ সালে এমপিওভুক্ত হয়। কলেজে দুই শর বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কলেজের একাধিক শিক্ষক বলেন, ওই সময় রতনা আমিন ও তাঁর স্বামী রুহুল আমিন দুজনই সংসদ সদস্য ছিলেন। তাঁদের অধাসরকারি পত্রে কলেজটি এমপিওভুক্ত হয়। পরবর্তী সময়ে কলেজের নাম পরিবর্তন করে রতনা আমিন নামে নামকরণ করেন।

সরকারি বিধি অনুযায়ী, নাম পরিবর্তনের জন্য সংসদ সদস্য কয়েক দিনের জন্য কলেজ ফান্ডে ১৪ লাখ টাকা দান করেন। পরে সেই টাকা কলেজের উন্নয়নের জন্য উত্তোলন করেন। তখন কোনো উন্নয়ন হয়নি। সংসদ সদস্য টাকা শুধু কলেজের ব্যাংক হিসাবে রেখে আবার উত্তোলন করে নিয়েছেন। বিষয়টি সব শিক্ষকই অবগত রয়েছেন।